## আমাদের পূর্ব প্রকাশনা

| | | |
|---|---|---|
| শ্রদ্ধার্ঘ | | হরিহর শেঠ |
| যে ধ্রুবতারা | ১ | চারুচন্দ্র রায় |
| " | ২ | শ্রীশচন্দ্র ঘোষ |
| " | ৩ | মতিলাল রায় |
| " | ৪ | বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় |
| " | ৫ | কানাইলাল দত্ত |
| " | ৬ | নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় |
| " | ৭ | রাসবিহারী বসু |
| " | ৮ | মণীন্দ্রনাথ নায়েক |
| " | ৯ | মাখনলাল ঘোষাল ও সুহাসিনী গাঙ্গুলী |
| " | ১০ | উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় |
| " | ১১ | দুর্গাদাস শেঠ ও তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় |
| " | ১২ | ডা: সুনীতি ঘোষ (চৌধুরী) |
| " | ১৩ | যোগীন্দ্রনাথ সেন, জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ, আনন্দ পাল |
| " | ১৪ | যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় |
| " | ১৫ | কালীচরণ ঘোষ |
| " | ১৬ | জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ |
| " | ১৭ | হীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র মজুমদার |
| " | ১৮ | তুষার চট্টোপাধ্যায় |
| " | ১৯ | অধ্যাপক প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, বিপ্লবী নগেন্দ্রনাথ ঘোষ |

যে ধ্রুবতারা - ২০

# বিপ্লবী আশুতোষ নিয়োগী

# বিপ্লবী অরুণচন্দ্র দত্ত

Scanned with OKEN Scanner

যে ধ্রুবতারা - ২০
Je Dhrubatara - 20
Ashutosh Niogi &
Arunchandra Dutta

প্রথম সংস্করণ

প্রকাশকাল
চন্দননগর বইমেলা ২০২৩

চন্দননগর ইস্পাত সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত

মুদ্রণ
আহরণ পাবলিকেশনস্
কলকাতা - ১৪

দাম : ৬০ টাকা

# প্রাককথন

জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় লিখেছিলেন,

'সময়ের কাছে এসে সাক্ষ্য দিয়ে চলে যেতে হয়
কি কাজ করেছি আর কি কথা ভেবেছি।'

আমরা ঐ অনবদ্য শব্দবন্ধগুলি হৃদয়ে ধারণ করতে চাই। তাই বইমেলার আয়োজনের ভেতর এই 'শ্রদ্ধার্ঘের' নিবেদন।

আমাদের মা-ভূমি চন্দননগরের বুকে জন্ম নিয়েছিলেন একের পর এক সুসন্তান। বিপ্লবী, দার্শনিক, লেখক, সমাজসংস্কারক মানুষেরা। নানা বিষয়ে ছিল তাঁদের অবদানের ইতিহাস। সময়ের ভেতর তাঁরা একদিন হারিয়ে গেলেও আমাদের অন্তরে আমরা ধারণ করে রাখতে চাইছি তাঁদের। তাঁদের অবদান বক্ষে ধারণ করে উত্তরকাল আরো সমৃদ্ধ হোক। তাই এই শ্রদ্ধার্ঘ। তাই তাঁদের প্রতি বিনীত প্রণাম। এবছর বিপ্লবী আশুতোষ নিয়োগী ও বিপ্লবসমর্থক, দার্শনিক, সংগঠক অরুণচন্দ্র দত্তের প্রতি রইলো আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী।

চন্দননগর বইমেলা
২৩ ডিসেম্বর ২০২৩

পার্থ সিনহা
সম্পাদক

Scanned with OKEN Scanner

# চন্দননগরের বিপ্লব মানস ও অন্তরালবর্তী অগ্নিপুরুষ বিপ্লবী আশুতোষ নিয়োগী

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

### গবেষনার পথ ও পথের বিপদ

চন্দননগরের বিপ্লবীদের কথা এ যাবৎ অনেকেই লিখেছেন, গবেষণা করেছেন। অমিয়কুমার সামন্ত, অশোক কুমার রায়, বিজয়কৃষ্ণ বসু, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল রায়, Peter Herhs সহ অনেকেই চন্দননগরের বিপ্লবীদের কার্যকলাপের ওপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু এসব গবেষণা গ্রন্থের কথা, গবেষণার কথা 'ফেস্‌বুক' জানে না। ফলে সাধারণ পাঠক আমরা অনেকেই তাদের লেখা পড়িনি। ফেসবুকের বিজ্ঞাপনে কিন্তু চন্দননগরের বিপ্লবচর্চা এখন বহমান। সেখানে অন্যের গবেষণা ও ভুল তথ্য পরিবেশিত হচ্ছে অনেক জায়গায়। বারংবার চর্বিত চর্বন হচ্ছে। বিশ্লেষণ নেই। আজ বিপ্লবী আশুতোষ নিয়োগী সম্পর্কে লিখতে গিয়ে এইসব মনে পড়ছে আমার কারণ আমি দীর্ঘদিন ইতিহাস চর্চা করছি। দেখেছি বিশ্লেষণহীন, শুধু রিপোর্টের উদ্‌গীরন কি ধরনের নেতিবাচক ইতিহাসের জন্ম দেয়। এর থেকেও বড় বিপদ হল এখনকার লেখকদের কেউ কেউ জাতীয়তাবাদী আবেগ নিয়ে চন্দননগরের বিপ্লবীদের ইতিহাস লিখছেন। জাতীয়তাবাদী আবেগ দিয়ে বিপ্লবের ইতিহাস লিখলে তা প্রকৃত ঘটনা থেকে ক্রমশ দূরে সরে যেতে থাকে। এটা গবেষণা পথের বিপদ। অন্য লেখকেরা যারা কেবলই বিদেশী লেখ্যাগার (Archives) থেকে যা পেয়েছি তাই তুলে দিলাম, পুলিশ রিপোর্ট এই বলেছে সুতরাং তা ধ্রুব সত্য এই বলে ইতিহাসচর্চা করছেন তা সম্পূর্ণ ভুল দৃষ্টিভঙ্গী ও একধরনের মূর্খতা। এর কারণ পুলিশ রিপোর্টে অনেক ইচ্ছাকৃত ভুল আছে। তাকে বিশ্লেষণ করতে হবে। বিদেশি ডকুমেন্ট মানেই তা অভ্রান্ত তা'ও নয়। এই রিপোর্টগুলি তৈরি করা হতো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। যেমন বিশেষ



Scanned with OKEN Scanner

# চন্দননগর রূপায়ণে দেশপ্রেমী অরুণচন্দ্র দত্তের রাজনীতি ছিল বৈচিত্র্যময় কিন্তু স্বতন্ত্র

## শুভ্রাংশু কুমার রায়

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবতীর্থ চন্দননগরের অবদান অথবা চন্দননগরের স্বাধীনতা আন্দোলনে অরুণচন্দ্র দত্ত এক অনপেক্ষ চরিত্র। চারুচন্দ্র রায়, কানাইলাল দত্ত, রাসবিহারী বসু, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ছটায় কিছুটা ম্লান হলেও চন্দননগর ও ভারতের মুক্তি সংগ্রামে অরুণচন্দ্র দত্তের অবদান নানা পথে শান্ত, ধৈর্য্যশীল, নিষ্ঠাবান এবং স্বতন্ত্র চরিত্র অর্জন করেছিল। অরুণচন্দ্র দত্তের রাজনৈতিক গুরু বা শিক্ষক আর এক স্বতন্ত্র জ্যোতিষ্ক মতিলাল রায়। এটা আশ্চর্যজনক, মতিলাল রায় রাস্তা তৈরি করে দিলেও পরে অরুণচন্দ্রের স্বতন্ত্র পথ তৈরি হয়েছে ফরাসি চন্দননগরের পুরসভাভিত্তিক আন্দোলনের সূত্রে, স্বাধীন চন্দননগর জন্মের সন্ধিক্ষণে। বামপন্থী বা সশস্ত্র সংগ্রামে প্রভাবিত চন্দননগরে অরুণচন্দ্র হাঁটেননি। হয়তো তাই খুব আলোচিত নন। কিন্তু জীবনের শেষ অংশে তিনি মতিলাল ও প্রবর্তকের সঙ্গে ছিলেন। তাই অরুণচন্দ্রের জীবনী আলোচনায় মতিলাল রায়ের জীবনী ও প্রবর্তক সঙ্ঘের উল্লেখ করতে হবে যেখানে তাঁর রাজনীতির শিক্ষা ও দীক্ষা হয়েছিল। অথচ একদা সুদূর পশ্চিমে ব্রিটিশ ভারতে, বর্তমানে পাকিস্তানের করাচিতে জন্ম অরুণচন্দ্রের যেখান থেকে তাঁর একেবারে পূর্বে বাংলায় আসার কথা ছিল না।

অরুণচন্দ্র দত্তের জন্ম ১৮৯৬ সালের ১৫ জুন। বক্সীগলী নিবাসী অরুণচন্দ্র দত্তের জীবনকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথমত করাচির পর চুঁচুড়ায় ছাত্রজীবন। বাবা শরৎচন্দ্র দত্তের কর্মস্থল ছিল করাচিতে। কিন্তু মাত্র নয় বছর বয়সে বাবা প্রয়াত হলে তাঁকে বাংলায় ফিরে আসতে হয় বক্সিগলীতে, বড় করে বললে চন্দননগরে বিবিরহাটে। এখানেই তাঁর পৈত্রিক বাড়ি। ১৯১২ সালে হুগলি কলেজিয়েট স্কুল থেকে বৃত্তিসহ ম্যাট্রিক করতে গিয়ে তাঁকে চুঁচুড়ার পথে যাতায়াত করতে হয়েছিল অন্তত বছর ছ'য়েক। ছাত্রাবস্থায় পড়তে পড়তে কানাইলাল দত্তের বৈপ্লবিক কাণ্ড ও ফাঁসিতে (১৯০৮) শহিদের



Scanned with OKEN Scanner

# যে ধ্রুবতারা - ২০

## বিপ্লবী আশুতোষ নিয়োগী
## বিপ্লবী অরুণচন্দ্র দত্ত

সম্পাদনা

পার্থ সিনহা

Scanned with OKEN Scanner